Sanatan Dharma

বর্ণ হল ৫০টি (আদি বর্ণ নিয়ে ৫১টি)-সংস্কৃত অক্ষরের বর্ণ

কালী বাগীশ্বরী, শব্দব্রহ্মময়ী । তাঁর কন্ঠের পঞ্চাশৎ মুণ্ড বস্তুতঃ পঞ্চাশৎ বর্ণমালার প্রতীক । কামধেনু তন্ত্রে স্বয়ং মা নিজেই এর পরিচয় দিয়ে বলছেন- “মম কন্ঠে স্থিতং বীজং পঞ্চাশদ্ বর্ণমদ্ভুতম্ ।” কন্ঠের মুণ্ডমালা সংস্কৃত সেই বর্ণমালার প্রতীক । কন্ঠ হোলো আকাশতত্ত্বের ভূমি। আকাশ তত্ত্বের সাথে শব্দ তত্ত্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । আকাশ তত্ত্বের প্রতীক মায়ের শ্রীকন্ঠের ভূষণ তাই শব্দ তত্ত্বের স্মারক বর্ণমালা । জগতের বেদ বেদান্ত – তন্ত্রাদি সকল অধ্যাত্ম জ্ঞানমূলক শাস্ত্র নানা লৌকিক বিদ্যার প্রকাশ ও প্রচারণা- বর্ণমালা বা শব্দের সাহায্যেই হয় । মানবদেহে এই জ্ঞান কেন্দ্র হলো মেধা বা মস্তিস্ক । সুতরাং দেবী কালীর কণ্ঠভূষণ লৌকিক ও অতিলৌকিক নিখিল জ্ঞানরাশি সম্যক্ সমাহার । দেবী স্বয়ং চিৎস্বরূপা সুতরাং তাঁর কণ্ঠভূষণ চিন্ময় উপাদানেই নির্মিত ।

তন্ত্রে বলা হয়েছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শব্দ দ্বারাই সৃষ্টি। বর্ণ হল ৫০টি (আদি বর্ণ নিয়ে ৫১টি)। এগুলিই সংস্কৃত অক্ষরের বর্ণ । দিগম্বরী মায়ের গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ড হয়ে এই বর্ণই শোভা পাচ্ছে । ধ্বংসের মধ্যে অর্থাৎ শ্মশানে শবরূপ শিবের বুকে মা দাঁড়িয়ে আছেন । মায়ের ধ্বংস রূপের অর্থ প্রলয়কালে সকল বর্ণকে তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেন । একেই বলে মহাপ্রলয় । শিববিন্দুতে প্যাঁচানো মহাকুণ্ডলী হিসেবে তাঁর থেকেই বর্ণ সমূহের সৃষ্টি হয়েছে । মহাকুণ্ডলী যখন এক প্যাঁচে থাকেন তখন তিনি বিন্দু । যখন তাঁর দুই প্যাঁচ তখন প্রকৃতি + পুরুষ । তিন প্যাচে তিনি নানাবিধ শক্তি ও গুন । যেমন ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ; রজ, সত্ত্ব, তমঃ । তিন ও অর্ধ প্যাঁচে মহাকুণ্ডলী বিকৃতিরূপে দেখা দেন । এখান থেকেই প্রকৃতি ৪৯ টি নানা নামে অবতরণ করেন । তিনি তখন সৃষ্টিমুখী । এই ভাবে মহাকুণ্ডলী থেকে বিন্দু ও প্রকৃতি + পুরুষ অবস্থা নিয়ে প্রকৃতির একান্নটি প্যাঁচ । শক্তিসঙ্গম তন্ত্র মতে মহাকুণ্ডলীর ৪৯ প্যাঁচ শক্তির নানা নাম । যেমন ১) একজটা ২) উগ্রতারা ৩) সিদ্ধিকালী ৪) কালসুন্দরী ৫) ভুবনেশ্বরী ৬) চণ্ডিকেশ্বরী ৭) দশমহাবিদ্যা ৮) শ্মশানকালিকা ৯) চণ্ড ভৈরবী ১০) কামতারা ১১) বশিকরণ কালিকা ১২) পঞ্চদশী ১৩) ষোড়শী ১৪) ছিন্নমস্তা ১৫) মহামধুমতী ১৬) মহা পদ্মাবতী ১৭) রমা ১৮) কামসুন্দরী ১৯) দক্ষিণা কালিকা ২০) বিদ্যেশী ২১) গায়ত্রী (২৪ প্যাঁচ) ২২) পঞ্চমী ২৩) ষষ্ঠী ২৪) মহারত্নেশ্বরী ২৫) মহাসঞ্জীবনী ২৬) পরমকলা ২৭) মহানীলসরস্বতী ২৮) বসুধারা ২৯) ত্রৈলোক্যমোহিণী ৩০) ত্রৈলোক্যবিজয়া ৩১) মহাকামতারিণী ৩২) অঘোরা ৩৩) সমতি মোহিণী ৩৪) বগলা ৩৫) অরুন্ধতী ৩৬) অন্নপূর্ণা ৩৭) নকুলী ৩৮) ত্রিকণ্টকী ৩৯) রাজ্যেশ্বরী ৪০) ত্রৈলোক্যকর্ষিণী ৪১) রাজরাজেশ্বরী ৪২) কুক্কুটী ৪৩) সিদ্ধিবিদ্যা ৪৪) মৃত্যুহারিণী ৪৫) মহাভগবতী ৪৬) বাসবী ৪৭) ফেটকরী ৪৮) মহাশ্রী মাতৃসুন্দরী ৪৯) শ্রী মাতৃকোৎপত্তিসুন্দরী ।

Published on: Dec, 16 2023 17:44